দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 FEB 2008
পৃষ্ঠা - ১ কলাম ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন আবার ফাঁস নতুন প্রশ্নে আজ গণিত পরীক্ষা

॥ রাজিয়া স্মৃতি ॥

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় বর্ষ অনার্স পরীক্ষার গণিতের প্রশ্নপত্র আবারো ফাঁস হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পেয়ে নতুন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে আজ পরীক্ষা নিচ্ছে। তড়িঘড়ি করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলেও সরকারি নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সৈয়দ রাশিদুল হাসান প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, প্রথম ছাপানো সেটের প্রশ্নপত্রে কিছু ভুল ছিল। তাই নতুন করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এ ধরনের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না বলে তিনি জানান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, তৃতীয় বর্ষ অনার্স গণিত (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পৃঃ পর)

পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত হলেও গত সপ্তাহে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজসহ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজ এলাকায় তা বিক্রিও হয়। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কলেজ এলাকা থেকে হাতে লেখা সাজেশন আকারে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে। মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসানের নেতৃত্বে শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমন্ডিস্থ ঢাকা অফিসে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে পুনরায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়।

সূত্র জানায়, প্রণয়ন করা প্রশ্নপত্র বিজি প্রেসে থেকে ধানমন্ডি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। পরেরদিন শনিবার বিকেল এবং রবিবার সকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৬৩ জন কর্মকর্তার মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেজারি ও কেন্দ্রে গোপনীয়তার সঙ্গে এই প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়।

নতুন প্রশ্নপত্র পাঠানোর সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল হামিদ স্বাক্ষরিত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে লেখা এক আদেশে উল্লেখ করা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ অনার্স পরীক্ষা আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হবে এবং এ পরীক্ষার সকল বিষয়ের প্রশ্নপত্রের ট্রাংক ১৪ ফেব্রুয়ারি আপনার প্রতিনিধি গ্রহণ করেছেন। ১৯ ফেব্রুয়ারী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গণিত (বিষয় কোড-৪৬৫, এমএমটি-৩০১) বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অনিবার্য কারণবশতঃ গণিত বিষয়ের ইতিপূর্বে প্রেরিত প্রশ্নপত্র বাতিল করা হলো। পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, হালনাগাদের স্বীকারযুক্ত নতুন প্রশ্নপত্রে গণিত পরীক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। এছাড়া বাতিলকৃত সাদা স্বীকারযুক্ত গণিত বিষয়ের প্রশ্নগুলো ট্রেজারিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হয় চিঠিতে।

সূত্র জানায়, গণিত বিষয়ের আগের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কমিটির প্রধান ছিলেন ইডেন কলেজের গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। একই কমিটিতে একই কলেজের সহকারী অধ্যাপক হায়দার মিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সহকারী অধ্যাপক হায়দার মিয়া আজিমপুরের একটি কোচিং সেন্টারে প্রাইভেট ক্লাস নেন। অভিযোগ রয়েছে, সেই কোচিংয়ের মাধ্যমেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় এবং রাজধানীর বিভিন্ন কলেজে তা ছড়িয়ে পড়ে।